সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শিশু বাজেট

"বাংলাদেশ শিশু বাজেট" প্রতিবেদন প্রকাশ করল সেভ দ্য চিলড্রেন এবং সিএসআইডি

ঢাকা, ১৪ জুন ২০১৪

সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল এবং সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (সিএসআইডি) ১৪ জুন শনিবার ঢাকার রূপসী বাংলা হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশে শিশু বাজেট ('Child Budget in Bangladesh') শীর্ষক প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেছে। **মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত**, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি, জাতীয় সংসদের শিশু অধিকার বিষয়ক ককাসের সদস্য এবং মৎস্য ও পশু সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব শওকত আলী বাদশা, এমপি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব তরিক-উল-ইসলাম, গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি. প্যাসকল ভিলেনুভ।

প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচনসহ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, জাতীয় বাজেটে যথাযথ এবং কার্যকরভাবে শিশু বাজেট কাঠামো প্রনয়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করা এবং এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারক, অ্যাকাডেমিয়া, এনজিও এবং শিশু অধিকার নিয়ে কর্মরত সংগঠন, ইউনিসেফ এবং সেভ দ্য চিলড্রেন সহ সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও পরামর্শ নেয়া।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সেভ দ্য চিলড্রেনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. মাইকেল ম্যাকগ্রাথ। স্বাগত বক্তব্যে মি. মাইকেল ম্যাকগ্রাথ এ বছরের বাজেটে (২০১৪/১৫ অর্থবছর) শিশুদের কল্যাণে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবের জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানান। ২০১৫/১৬ অর্থবছরে পরীক্ষামূলকভাবে শিশু বাজেট বাস্তবায়নে সরকারের অঙ্গীকারকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, "শিশু বাজেট যে শুধুমাত্র জাতীয় বাজেটে শিশুদের জন্য বরাদ্দের বিষয়ে সুস্পষ্ট চিত্র পেতে সহায়তা করবে তা নয়, এটি একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে শিশুদের জন্য কি ধরনের খরচ হচ্ছে তা বুঝতে সহায়তা করবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই ধরনের খরচের প্রভাব ও কার্যকারিতা মূল্যায়নে ভূমিকা রাখবে।" তিনি শিশু বাজেট আরো বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ করার উপর জোর দিয়ে বলেন যে, শিশু বাজেট একটি সর্বজনগৃহীত কাঠামোভিত্তিক হওয়া দরকার যাতে করে নীতি নির্ধারকগণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মানেরভিত্তিতে শিশুদের জন্য খরচের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে পারে।

এরপর, অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ এস আহমেদ বাংলাদেশে শিশু বাজেট প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সামগ্রিকভাবে এই রিপোর্টে বাংলাদেশে শিশু বাজেট নিয়ে চলমান সংলাপ ও কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এতে শিশু বাজেটের বর্তমান চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি এই ধরনের উদ্যোগের আইনগত ও সাংবিধানিক ভিত্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বর্তমান কাঠামোতে কিভাবে শিশু বাজেট অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে শিশু বাজেট কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হযেছে। এগুলো হলো- ১. আরো বেশি শিশু কেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ, ২. শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট বিশ্লেষণের গাইডলাইন প্রণয়ন।

অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে রাশেদা কে চৌধুরী এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি. প্যাসকল ভিলেনুভ শিশু বাজেট প্রতিবেদনের উপর তাদের মতামত দেন। রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, জেন্ডার বাজেট হয়েছে আমরা আশা করি শিশুদের জন্য পৃথক বাজেট করা হবে। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই আগামী অর্থ বছরে শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়ার জন্য। এই বাজেট অন্য অনেক বিষয় পরিবীক্ষণের সাথে সাথে শিশুদের ভর্তির অবস্থা জানার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু বাজেট প্রণয়নে আমাদের সাহায্য করবে।

ইউনিসেফ বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব প্যাসকাল ভিলেনূভ তথ্য উপাত্তভিত্তিক বাজেট প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যেন কোন শিশুই এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ না পরে। আগামী অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৭.৩ % হবে বলে অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় যে আশা প্রকাশ করেছেন তা শিশু উন্নয়নের পরিসর প্রসারিত করবে বলে তিনি মনে করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম. এ. মান্নান বলেন, শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের জন্য আমাদের পরিকল্পনা এবং বাজেট বরাদ্দ করা উচিৎ যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে। অন্য দুজন বিষেশ অতিথিদের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব তরিক-উল-ইসলাম তার বক্তৃতায় সরকারের এই উদ্যেগকে স্বাগত জানান এবং পরবর্তি বছরে তা বাস্তবায়নের জন্য সকলের সহযোগিতা আশা করেন। বিশেষ অতিথি জনাব শওকত আলী বাদশা এমপি শিশু বাজেট বাস্তবায়ন এবং বাড়তি বাজেট বরাদ্দের জন্য মন্ত্রির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় অর্থমন্ত্রী শিশুদের জন্য তাঁর ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেন। শিশু বাজেট হবে জেন্ডার বাজেটের মত যা আমরা বাস্তবায়ন করছি। আমি সেভ দ্য চিলড্রেন এবং সিএসআইডি-কে ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের একটি ফ্রেমওয়ার্ক এবং গাইড লাইন তৈরির জন্য। শিশু বাজেট তৈরির জন্য শিশুদের নিয়ে যারা কাজ করে তাদের সহযোগিতা আমাদের দরকার হবে। আগামী বছর পরীক্ষামূলক শিশু বাজেট তৈরি হবে বলে তিনি তার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেই সাথে তিনি শিশুপুষ্টি, পথশিশুদের পুনর্বাসন সমস্যা সমাধানের আশাবাদ প্রকাশ করেন।

সিএসআইডি-র চেয়ারপারসন অধ্যাপক নাজমা শামস এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। তিনি বলেন যে, আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি শিশুর জন্য উন্নত জীবনের ব্যবস্থা করা। তিনি আরো বলেন যে, "আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এই প্রতিবেদন (বাংলাদেশে শিশু বাজেট) অর্থবহ শিশু বাজেট প্রণয়নে সরকারের জন্য নতুন দিক তুলে ধরবে, যা শিশুদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এবং যা তাদেরকে গর্বিত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে।"

অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সরকারের শিশু বাজেট কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তা এগিয়ে নিয়ে যেতে সেভ দ্য চিলড্রেন এবং সেন্টার ফর সার্ভিসেস অন ইনফরমেশন এন্ড ডিজঅ্যাবিলিটি সকল ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়। সেভ দ্য চিলড্রেন ও সিএসআইডি বিশ্বাস করে 'বাংলাদেশে শিশু বাজেট' প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিশুদের জন্য অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের পথে আরো এক ধাপ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরো যেসব পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে:

- **এমটিবিএফ সংশোধন।** শিশু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে এমটিবিএফ (মধ্যবর্তী বাজেট কাঠামো) সংশোধন করতে উৎসাহিত করা যাতে করে এই সকল মন্ত্রণালয় এমটিবিএফ-এ শিশু অধিকার পরিস্থিতির প্রভাব মূল্যায়নের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ দারিদ্র্য ও জেন্ডার প্রতিবেদনের ('Poverty and Gender Reporting') অনুরূপ শিশু প্রতিবেদন ('Child Reporting') অন্তর্ভুক্ত করা।
- **বাজেটকে আরো বেশি শিশু সংবেদনশীল করতে নতুন বাজেট শ্রেণীকরণ ব্যবস্থা বাস্ড়বায়ন।** এতে করে শুরু থেকেই বাজেটে শিশু সংবেদনশীল বাজেট অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- **বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ বাড়ানো।** যাতে নাগরিক সমাজ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশুবাজেটের কাঠামো প্রণয়নে অংশগ্রহন ও মতামত প্রদান করতে পারে।

উলে□খিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের ফলে শিশুরা আরো বর্ধিতহারে বাজেটের বিভিন্ন ধরনের সুফল ভোগ করতে পারবে। যেমন, শিশুরা পরিকল্পনা ও সম্পদ বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় আরো বেশি মনোযোগের কেন্দ্রে থাকবে; শিশুদের জন্য সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বাড়বে; আমাদেরকে ম্যাক্রো বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ ও শিশুদের উপর এর প্রভাব মনিটর করার সুযোগ করে দেবে; বাজেট ও জিডিপির অংশ হিসেবে শিশুদের জন্য সার্বিকভাবে সম্পদ বরাদ্দ করা হবে।

আরো জানতে যোগাযোগ করুন:

চৌধুরী তাইয়ুব রানা, সিনিয়র ম্যানেজার, সিআরজি/ সেভ দ্য চিলড্রেন Chowdhury.tayub@savethechildren.org

শামসুল আলম বকুল, ডেপুটি ডিরেক্টর, সিআরজি/ সেভ দ্য চিলড্রেন Shamsul.alam@savethechildren.org

মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ, সিএসআইডি, coordinatoriic.csid@gmail.com